দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 04 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১৩

ভিলেজ পলিটিক্স

# কেশবপুরে প্রধান শিক্ষকের রোষানলে স্কুলছাত্রী

কেশবপুর (যশোর), ৩রা ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- একজন প্রধান শিক্ষকের 'ভিলেজ পলিটিক্সের' শিকার হয়ে বিদ্যালয় ছাড়া হতে হয়েছে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী রাশিদা খাতুনকে। ঘটনাটি কেশবপুর থানার ভদ্রাপল্লী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের।

রাশিদা খাতুন ঐ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর (রোল নং-১০) ছাত্রী। গত ৫ই সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা চলছিল। রাশিদা পরীক্ষার অংশগ্রহণও করে। রাশিদার বর্ণনায়, পরীক্ষা শুরুর ১০/১৫ মিনিট পরে প্রধান শিক্ষক মুজিবর স্যার তাকে ডেকে পাঠান। পরীক্ষার খাতা রেখে সে প্রধান শিক্ষকের সামনে হাজির হলে তাকে একটি সাদা কাগজে স্যার যা বলেন তা লিখতে বললে সে আপত্তি জানায়। তখন মুজিবর রহমান নানা রকম ভয়-ভীতি দেখিয়ে একটি জবানবন্দি লিখিয়ে নেন। জবানবন্দিটি হলো একই এলাকার কাশিমপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের বিয়ে দেয়া মেয়ে হালিমা স্বামী কর্তৃক অপহৃত মামলা সংক্রান্ত। হালিমাদের প্রতিবেশী রাশিদা। জবানবন্দি দিয়ে ফের পরীক্ষায় অংশ নেয় রাশিদা। কিন্তু বিধি বাম। কোন কারণ ছাড়াই তার খাতা কেড়ে নেন হল গার্ড অমরেশ। খাতা নিয়ে তিনি রাশিদাকে বাড়ি চলে যেতে পরামর্শ দেন। সাথে সাথে তার আর পরীক্ষা দেয়ার দরকার নেই বলেও জানান। রাশিদা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে যায়।

এ ব্যাপারে রাশিদার বাবা আবুহর হোসেন প্রতিকার চেয়ে প্রধান শিক্ষকের সাথে দেখা করলে তাকেও নানা রকম ভয়-ভীতি দেখানো হয়। অবশেষে তিনি রাশিদাকে পার্শ্ববর্তী ভরত-ভায়না মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান এবং ঐ প্রধান শিক্ষকের এহেন কার্যকলাপের বিচার দাবি করে গৌরীঘোনা ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে একটি আবেদনপত্র দেন। তবে তার কোন সুরাহা হয়নি।

এদিকে প্রধান শিক্ষক মুজিবর রহমান জানান, এ সবই 'ভিলেজ পলিটিক্স'। তবে মেয়ের জবানবন্দি তিনি নিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেন সেই জবানবন্দি আদালতে জমা দিয়েছেন। কিন্তু খাতা কেড়ে নেয়ার সময় তিনি স্কুলে ছিলেন না বলে জানান। ঐ পরীক্ষা চলাকালীন অন্য কোন ছাত্রীর খাতা কেড়ে নেয়ার ঘটনাও বিদ্যালয়ে ঘটেনি বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, রাশিদার বাবাও পলিটিক্স করছে তার বিরুদ্ধে। মেয়েকে অন্যত্র ভর্তি করিয়েছে। মুজিবর বলেন, ঐ মেয়ে (রাশিদা) কি করে ভরত-ভায়না স্কুলে পড়ে তাও তিনি দেখে নেবেন।

উল্লেখ্য, আগরহাটি গ্রামের আবদুল হাই গোলদারের ছেলে আসলামের সাথে কাশিমপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের মেয়ে হালিমার বিয়ে হয়। কিন্তু পরে মেয়ে পক্ষ হালিমাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাতে চায় না। এতে আসলাম ক্ষেপে গিয়ে হালিমাকে জোর করে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। এ সংক্রান্ত একটি অপহরণ মামলায় মুজিবর শহিদুলের পক্ষ নেয়। আর সেই মামলা পাকাপোক্ত করতে রাশিদার একটি জবানবন্দি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যা অন্যায়ভাবে তিনি আদায়ও করেছেন।